

ISBN: 978-984-645-107-8

BBCP: 08

### মুমিনের জীবনে শোকর ও সবর

আবদুস শহীদ নাসিম। প্রকাশক: বর্ণালি বুক সেন্টার-বিবিসি। পরিবেশক: শতাব্দী প্রকাশনী, ৪৯১/১ মগবাজার ওয়্যারলেস রেলগেইট, ঢাকা। ফোন: ৮৩১৭৪১০, মোবাইল: ০১৭৫৩৪২২২৯৬। প্রকাশকাল: ২৩ অক্টোবর ২০১৫। মুদ্রণে: আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা। ©author

দাম : ২২.০০ টাকা মাত্র। Price Tk. : 22.00 Only

সূচিপত্র	পৃষ্ঠা
মুমিনের জীবনে শোকর ও সবর	৩
শোকর এবং সবর মুমিনের সব কাজকেই চমৎকার করে দেয়	৩
নবীগণ ছিলেন সবর ও শোকরের উপমা	৩
শোকর	৪
১. শোকর কি?	৪
২. যে মানুষকে ধন্যবাদ জানায় না, সে আলগাটাকেও ধন্যবাদ জানায় না	৫
৩. রসূল সা. কৃতজ্ঞতার সাজদা করতেন	৫
৪. ক্ষমার জন্যে আলগাটাহর কৃতজ্ঞ হওয়া	৬
৫. উপভোগ করো এবং আলগাটাহর শোকর আদায় করো	৬
৬. মানুষ খুব কমই শোকর আদায় করে	৭
৭. শোকর আদায় যতো বেশি আলগাটাহর দান ততো বেশি সবর	৭
১. সবরের গুরত্ব	৮
২. সবরের অর্থ	৮
৩. সবরের প্রকারভেদ	১১
৪. সবর সম্পর্কে রসূলুলগাটাহ সা.-এর বাণী	১৫
৫. সবরের শুভ পরিণাম : কুরআনের ভাষ্য	১৫

এই পুস্তিকাটি ২৩ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত 'কুরআনের আলো' শীর্ষক টট্ (TOT) ক্লাসে লেখক প্রদত্ত ভাষণ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## মুমিনের জীবনে শোকর ও সবর

শোকর এবং সবর মুমিনের সব কাজকেই চমৎকার করে দেয়

‘শোকর’ আর ‘সবর’ মানুষের মাতা-পিতার মতো। মাতা-পিতা সব সময়ই নিবেদিত থাকেন সন্তানের কল্যাণের জন্যে। সন্তানের কল্যাণ তাদেরকে পরম আনন্দিত ও উৎফুল্লিত করে তোলে। অপর দিকে সন্তানের অকল্যাণ তাদেরকে চরমভাবে ব্যথিত ও বেদনাতুর করে তোলে।

শোকর আর সবরও মাতা-পিতার অনুরূপ। যে কেউ তাদেরকে গ্রহণ করবে, অবলম্বন করবে, সে অবশ্যি লাভ করবে প্রচুর কল্যাণ আর কল্যাণ।

মুমিনের জীবনে শোকর আর সবর কেবল কল্যাণ আর কল্যাণই বয়ে আনে। সুহাইব রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্গা হ সা. বলেছেন:

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَكَيْسَ ذَالِكَ لِأَحَدٍ

إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ

• ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

অর্থ: মুমিন ব্যক্তির সব কাজই চমৎকার। তার প্রতিটি কাজই তার জন্যে কল্যাণকর, আর মুমিন ছাড়া কেউই এ সুযোগ লাভ করেনা। সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ লাভ করলে শোকর আদায় করে। আর এটা হয়ে থাকে তার জন্যে কল্যাণকর। অপর দিকে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদে আপতিত হলে সে সবর করে, তখন সেটাও হয়ে থাকে তার জন্যে কল্যাণকর। (সহীহ মুসলিম। মিশকাত হাদিস নম্বর ৫০৬৭)

নবীগণ ছিলেন সবর ও শোকরের উপমা

নবীগণ ছিলেন শোকর আর সবরের বাস্‌জ্জ উদাহরণ। বিশিষ্ট সাহাবি আবদুলগা হ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন:

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنْ  
الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسُحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ،

• وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থ: আমি যেনো রসূলুলুগ্‌তাহ সা.-এর দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি নবীগণের কোনো একজন নবীর ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, যাকে তাঁর জাতির লোকেরা প্রহার করে রক্তাক্ত করে দিয়েছিলে। অথচ তিনি তাঁর মুখমস্তল থেকে রক্ত মুছছিলেন আর বলছিলেন: “হে আলুগ্‌তাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, কারণ তারা তো সত্য জ্ঞান রাখেনা।” (বুখারি ও মুসলিম। মিশকাত, হাদিস নম্বর ৫০৮২)

নিতে শোকর এবং সবার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো:

## শোকর

### ১. শোকর কি?

শোকর হলো, দান অনুগ্রহ, সেবা, সাহায্য ও সহযোগিতার জন্যে বিনিময় হিসেবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বা ধন্যবাদ জানানো।

মূলত শোকর হলো, এক ধরনের বিনিময় যা দোয়া করা, প্রশংসা করা এবং স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রদান করা হয়। রসূলুলুগ্‌তাহ সা. বলেছেন:

مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيُحِرِّثْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُجِزُّهُ فَلْيُثِّنْ عَلَيْهِ،

• فَإِنَّهُ إِذَا أَتَى فَقَدْ شَكَرَهُ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ

অর্থ: “যাকে কিছু দান করা হয় (অপর বর্ণনায় যার কোনো কল্যাণ করা হয় বা উপকার করা হয় বা সেবা করা হয়), তার কিছু থাকলে সে যেনো বিনিময় প্রদান করে। দেয়ার মতো কিছু না থাকলে সে যেনো এর জন্যে প্রশংসা করে। যে প্রশংসা করে, সে মূলত শোকর আদায় করে, আর যে গোপন করে সে মূলত তার প্রতি অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে।”<sup>১</sup>

উসামা বিন যায়েদ রাদিয়ালুগ্‌তাহ আনহু বর্ণনা করেন, রসূলুলুগ্‌তাহ সা. বলেছেন:

১. সুনানু আবু দাউদ, হাদিস ৪৮১৩। আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারি, হাদিস- ২১৫।

مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ : جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ، فَقَدَّ

• أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ

অর্থ: যার প্রতি কেউ কোনো অনুগ্রহ, দান, মঙ্গল বা স্বীকৃতি প্রদান করলো, সে যদি উক্ত ব্যক্তিকে বলে: “جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا” “আলগ্‌তাহ আপনাকে উত্তম বিনিময়/ পুরস্কার দান করুন”, তাহলে সে সর্বোচ্চ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। (তিরমিযি, বর্ণনা- উসামা বিন যায়েদ)

**২. যে মানুষকে ধন্যবাদ জানায় না, সে আল্লাহকেও ধন্যবাদ জানায় না**

আবু সায়ীদ খুদরি এবং নু’মান বিন বশির রা. বর্ণনা করেন, রসূলুলগ্‌তাহ সা. একদিন মিসরে দাঁড়িয়ে খোতবা দিচ্ছিলেন। খোতবায় তিনি বলেন:

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ، وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ، التَّحَدَّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ •

অর্থ: যে কম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা, সে অধিক কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেনা। যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা, সে আলগ্‌তাহর কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেনা। আলগ্‌তাহর অনুগ্রহ সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করাটাও শোকর আদায় করা। আর যে আলগ্‌তাহর অনুগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা করেনা, সে মূলত আলগ্‌তাহর নিয়ামতের প্রতি কুফুরি করে। একতা হলো রহমত আর বিচ্ছিন্নতা হলো আযাব। (সূত্র মুসনাদে আহমদ)

অনেকের ধারণা, আলগ্‌তাহ ছাড়া আর কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়না। এ ধারণা ভুল। উদ্ধৃত হাদিস থেকেই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে “যে মানুষের শোকর আদায় করেনা, সে আলগ্‌তাহরও শোকর আদায় করেনা।” আমরা হাদিস থেকে এ কথাও জানতে পারি, রসূলুলগ্‌তাহ সা. স্বয়ং মানুষের শোকর আদায় করেছেন।

একবার রসূলুলগ্‌তাহ সা.-এর কাছে একজন সাহাবি এলেন। তিনি রসূলুলগ্‌তাহ সা.-এর জামায় একটি পোকা দেখে তা ঝেড়ে ফেলে দেন।

তখন রসূলুলুগ্‌তাহ সা. দু'হাত আকাশের দিকে তুলে বলেন: جَزَاكَ

اللَّهُ خَيْرًا “আলগ্‌তাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন।”

### ৩. বিজয় ও সাফল্যের সংবাদ এলে রসূল সা. কৃতজ্ঞতার সাজদা করতেন

আবু বকরাহ রা. বর্ণনা করেন: একবার একজন এসে রসূলুলুগ্‌তাহ সা.-কে একটি সংবাদ প্রদান করে। সংবাদটি শুনে তিনি এতো আনন্দিত হন যে, সাথে সাথে তিনি আলগ্‌তাহর জন্যে সাজদায় লুটিয়ে পড়েন। (জামে আত তিরমিযি, সামরিক অভিযান অধ্যায়)

ইমাম তিরমিযি বলেন, জ্ঞানীদের মতে এটি ছিলো আলগ্‌তাহর প্রতি রসূলুলুগ্‌তাহ সা.-এর কৃতজ্ঞতার সাজদা।

### ৪. ক্ষমার জন্যে আল্লাহর কৃতজ্ঞ হওয়া

মুগিরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলুগ্‌তাহ সা. নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর দুই পা ফুলে যেতো। তাঁকে বলা হলো: “আপনার পূর্বাপর গুনাহ-খাতা তো মাফ করে দেয়া হয়েছে (তবু কেন এতো ইবাদত করেন?) জবাবে তিনি বলেন: তাই বলে কি আমি কৃতজ্ঞ বান্দা হবোনা! (বুখারি ও মুসলিম)

রসূলুলুগ্‌তাহ সা. মহান আলগ্‌তাহর দরবারে বেশি বেশি যেসব দোয়া করতেন, তন্মধ্যে একটি দোয়া হলো:

رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا، لَكَ ذَكْرًا.....

“প্রভু! আমাকে তোমার অধিক অধিক শোকর আদায়কারী বানাও, বেশি বেশি যিকিরকারী বানাও....।” (তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমদ। বর্ণনা-ইবনে আব্বাস রা.)

### ৫. ভালো জীবন সামগ্রী উপভোগ করো এবং আল্লাহর শোকর আদায় করো

মহান আলগ্‌তাহ পৃথিবীতে মানুষের ভোগ ব্যবহারের জন্যে সীমা সংখ্যাহীন নিয়ামত দান করেছেন। সকল ভালো ও পবিত্র নিয়ামত উপভোগ করা মানুষের জন্যে হালাল করে দিয়েছেন। উপভোগ করার সাথে সাথে আলগ্‌তাহ পাক তার শোকর আদায় করারও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُتْمًا

• إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“আলগ্‌তাহ্ তোমাদের যে হালাল ও উত্তম জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে তোমরা ভোগ করো এবং তোমরা আলগ্‌তাহ্‌র নিয়ামতের শোকর আদায় করো যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করে থাকো।” (সূরা ১৬ আন নহল: আয়াত ১১৪)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ  
 كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ •

“হে লোকেরা! যারা ঈমান এনেছো! আমি তোমাদের যেসব ভালো-পবিত্র রিযিক দিয়েছি তোমরা (শুধুমাত্র) সেগুলো থেকেই ভোগ করো এবং আলগ্‌তাহ্‌র শোকর আদায় করো, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে থাকো।” (সূরা ২ আল বাকরা: আয়াত ১৭২)

#### ৬. মানুষ খুব কমই শোকর আদায় করে

মহান আলগ্‌তাহ্‌র পক্ষ থেকে সীমা-সংখ্যাহীন নিয়ামত ও অনুগ্রহ লাভ করার পরও মানুষ খুব কমই আলগ্‌তাহ্‌র শোকর আদায় করে। মানুষ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অকৃতজ্ঞ। মহান আলগ্‌তাহ্‌ বলেন:

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ  
 قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ •

“হে নবী! বলো: তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়। তবে তোমরা খুব কমই শোকর আদায় করে থাকো।” (সূরা ৬৭ আল মুলক: আয়াত ২৩)

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ •

“নিশ্চয়ই আলগ্‌তাহ্‌ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহওয়ালো, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শোকর আদায় করেনা।” (সূরা ১০ ইউনুস; আয়াত ৬০)

#### ৭. শোকর আদায় যতো বেশি আল্লাহ্‌র দান ততো বেশি

মহান আলগ্‌তাহ্‌ তাঁর রসূল মুসা আ. -এর মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ

عَذَابِي لَشَدِيدٌ •

“স্মরণ করো, তোমাদের প্রভু তোমাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন, তোমরা যদি শোকর গুজারি করো, তাহলে আমি তোমাদের আরো বেশি করে দেবো, আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার আযাব অবশি্য কঠোর।” (সূরা ১৪ ইবরাহিম: আয়াত ৭)

মূলত আলগাচাহ পাক মানুষের জন্যে অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। কৃতজ্ঞতাই তিনি পছন্দ করেন:

وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ

“তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে কুফুরি (অকৃতজ্ঞতা) পছন্দ করেন না। তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তিনি তোমাদের জন্যে সেটাই পছন্দ করেন।” (সূরা ৩৯ যুমার: ৭)

আলগাচাহর প্রতি মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য কাজ তিনটি: তাঁর কাছে চাওয়া, তাঁর ইবাদত করা এবং তাঁর শোকর আদায় করা। মহান আলগাচাহ বলেন:

فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ •

“সুতরাং তোমরা জীবন-সামগ্রী চাও আলগাচাহর কাছে, আর তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁর শোকরিয়া আদায় করো। কারণ, তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।” (সূরা ২৯ আনকাবুত: আয়াত ১৭)

## সবর

### ১. সবরের গুর ত্ব

সবর একটি মৌলিক মানবীয় গুণ। এ গুণ মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। দান করে মর্যাদা, মহানত্ব। এগুণ তার অধিকারীকে সৌভাগ্যের স্বর্ণশিখরে অধিষ্ঠিত করে দেয়। এগুণ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি হন লাঞ্চিত, অধঃপতিত।

একজন মুমিনের জীবনে এ গুণটি অধিকতর গুরত্বপূর্ণ। এ গুণটি না থাকলে মুমিনের পক্ষে ঈমানের পথে কয়েক কদমও এগুনো সম্ভব নয়। এর অভাবে তিনি বার বার হেঁচট খাবেন। তার ভিতরকার পশুশক্তি, তার চিরন্ডা শত্রু শয়তান এবং তার বিরুদ্ধবাদী পরিবেশ কতক তিনি বার বার আক্রান্ড

হবেন। এগুণটির অধিকারী নাহলে এগুলোর আক্রমণে তিনি ধরাশায়ী হতে বাধ্য।

## ২. সবরের অর্থ

Milton Cowan তার ‘মুজামুল লুগাতুল আরাবিয়্যাতুল মুয়াসির’- এ সবর শব্দের অর্থ নিরূপ লিখেছেন: صبر Fettering (বাধা দেয়া বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা), Shakling (বেড়ি পরানো), Patience (সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, বরদাশত করা, ধৈর্য সহকারে সহ্য করা), Composure শালিদ্দ, ধৈর্য, আত্মসংবরণ, নিবৃত্তকরণ), Equanimity (মন বা মেজাজের সমতা ও ধীরতা), Steadfastness (দৃঢ়ভাবে স্থাপিত বা প্রতিষ্ঠিত, স্থির, স্থায়ী, অপরিবর্তনীয়, অবিচলিত, অটল, নিয়মিত, নিয়ত একরূপ), Self control, Self Command, Self Possession, Perseverance (অটল ও দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করা, অধ্যবসায়), Endurance (সহন, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, টেকসই হওয়া, দীর্ঘস্থায়িত্ব), Hardiness (কষ্টসহিষ্ণুতা)।<sup>২</sup>

এবার ইমাম রাগিব ইস্পাহানির কুরআনের শব্দ বিশেষণ সংক্রান্ত বিখ্যাত কুরআন কোষ “আল মুফরাদাত ফী গরীবিল কুরআন” থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন, সবর মানে:

সবর মানে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। বিবেক এবং শরিয়তের দাবি বাস্তবায়নে আত্মসংযম অবলম্বন করা। নফসকে আলপ্‌টাহর ইবাদতের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা আর দমন করা অবৈধ কামনা-বাসনাকে।

তাফসির তাফহীমুল কুরআনে বলা হয়েছে: সবরের একটি অর্থ হলো: মজবুত ইচ্ছা, অবিচল সংকল্প ও প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে এমনভাবে শৃংখলাবদ্ধ করা, যার ফলে কোনো ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়না ও বাইরের সমস্যাবলির মোকাবেলায় নিজে মন ও বিবেকের পছন্দনীয় পথে অবিরত এগিয়ে যেতে পারে।<sup>৩</sup>

الصَّابِرِينَ মানে সেইসব লোক, যারা সত্যের পথে পূর্ণ দৃঢ়তা ও অবিচলতা প্রদর্শন করে থাকে। কোনো প্রকার পার্থিব ক্ষতি কিংবা বিপদ মুসিবতে তারা

০২. সকল শ্রেণির পাঠকের সুবিধার্থে ইংরেজি শব্দের সাথে বন্ধনীয় ভেতর তার বাংলা অর্থ দিয়ে দিয়েছি। ইংরেজি শব্দগুলোর বাংলা অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত Samsad English-Bengali Dictionary থেকে।

০৩. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারা, টীকা: ৬০

বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে পড়ে না। কোনো প্রকার ব্যর্থতা তাদের মন ভাঙতে পারে না। কোনো প্রকার লোভ লালসায় তাদের পদস্বলন ঘটে না। বাহ্যত কোনো সাফল্য দেখা না গেলেও সত্যের উপর তারা অটল অবিচল হয়ে থাকে।<sup>৪</sup>

اصبروا মানে নিজেদের লোভ লালসা এবং আবেগ উচ্ছাসের ভাবধারা সংযত রাখো। তাড়াহুড়ো করোনা। ঘাবড়ে যেয়োনা। কাতর হয়ে পড়োনা। লোভ ও অবাঞ্ছিত উত্তেজনা পরিহার করো। ধীরস্থির মনোভাব এবং মাপাঝোপা সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি নিয়ে যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করো। বিপদ এবং কঠিন অবস্থা সামনে এলেও যেনো পদস্বলন না ঘটে, সে বিষয়ে সচেতন থেকো। উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থা এবং রাগ ও ক্রোধের তীব্রতা যেনো তোমাদের কোনো অবাঞ্ছিত কাজে উদ্বুদ্ধ করতে না পারে। বিপদের ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন হয়ে এলেও এবং অবস্থা ও পরিস্থিতির ক্রমাবনতি পরিলক্ষিত হতে থাকলেও অস্থিরতা যেনো তোমাদের জ্ঞানবুদ্ধিকে বিপর্যস্ত না করে তোলে। উদ্দেশ্য লাভের অত্যধিক আগ্রহে দিশেহারা হয়ে কিংবা তোমরা কোনো নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে না বসো। নিতাস্তু বৈষয়িক স্বার্থ, মুনাফা ও সুখ লাভের লালসা ও উত্তেজনা যেনো তোমাদের লোভাতুর করে না তোলে। এ অবস্থা যদি কখনো দেখা দেয়, তবে তার সম্মুখে তোমাদের নফস্ যেনো দুর্বল হয়ে না পড়ে এবং দুর্বলতার কারণেই যেনো তোমরা সেটার জন্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে না পড়ো। এ সবগুলো কথাই 'সবর' শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে।<sup>৫</sup>

কুরআন মজিদে সেইসব লোকদের সবরকে উচ্চমানের সবর বলা হয়েছে, যারা যুগের পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেদের মন মেজাজের ভারসাম্য রক্ষা করে চলে, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদের মন মেজাজকে পরিবর্তন করে ফেলে না, বরঞ্চ সর্বাবস্থায়ই এক সুস্থ ও যুক্তিসংগত আচরণ রক্ষা করে চলে, প্রকৃত পক্ষে তারাই সাবির বা সবর অবলম্বনকারী। অবস্থা অনুকূল হয়ে গেলে, সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দিলে, ক্ষমতার বাগডোর হাতে এলে এবং খ্যাতি ও প্রতিপত্তির প্রাচুর্য তাদের দিশেহারা করে ফেলে না। অনুরূপভাবে কখনো বিপদ মুসিবতের চাকায় নিষ্পিষ্ট হতে থাকলে তখনো তারা স্বীয় মনুষ্যত্বকে বিনষ্ট হতে দেয় না। আলগতাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা নিয়ামত রূপেই আসুক কিংবা বিপদ রূপেই আসুক, উভয় অবস্থাতেই তারা

০৪. তাফহিমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, টীকা: ১৩

০৫. তাফহিমুল কুরআন, সূরা আল আনফাল, টীকা: ৩৭

থাকে হিমাচলের মতো অটল অবিচল। বেশি কিংবা কম কোনো পরিমাণেই তাদের পাত্র উছলে উঠে না।<sup>১৬</sup>

صَبْرٌ جَمِيلٌ ‘সবরে জামিল’ (উত্তম সবর) মানে-এমন এক সবর, যাতে কোনো অভিযোগ নেই, চীৎকার নেই, কাকুতি মিনতি নেই, আহাজারি কান্নাকাটি নেই, নেই কোনো হাল্হতাশ। এক উদার আত্মা সম্পন্ন ব্যক্তির উপর যে বিপদ এসে পড়ে, তা শাল্ড ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বরদাশত করে নেয়া।<sup>১৭</sup>

এ যাবত বিভিন্ন অভিধান, শব্দকোষ ও তাফসির থেকে আমরা ‘সবর’ শব্দের যে অর্থ, তাৎপর্য ও ভাবধারা তুলে ধরলাম, প্রকৃতপক্ষে এটাই সবরের সঠিক মর্ম, যথার্থ রূপ। সবরের এ চিত্রই মুমিনের হৃদয়পটে অংকিত হয়ে যাওয়া উচিত।

আলগাচাহর পথে কঠিন প্রাণালঙ্কার চেষ্ঠা সাধনায় রসূল সা. কে আলগাচাহ তায়লা বার বার সবর অবলম্বনের নির্দেশ দেন। সর্বপ্রকার বিপদ, মুসিবত ও কঠিন সংকটাপন্ন অবস্থায় তিনি রসূলুলগাছ সা. -এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন:

• وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِيَّاكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخُذَكَ اللَّهُ

“তোমার প্রতি যে অহি নাযিল হচ্ছে তুমি তারই অনুসরণ করো, আর সবর অবলম্বন করো যতোক্ষণ না আলগাচাহর ফায়সালা আসে।” (১০:১০৯)

• فَاصْبِرْ ۗ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

“সবর অবলম্বন করো, পরিণামে সাফল্য মুত্তাকিদেই জন্যে।” (সূরা ১১:৪৯)

• وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

“সবর অবলম্বন করো। অবশ্যি আলগাচাহ বিনষ্ট করেন না পূণ্যবানদের কর্মফল।” (সূরা ১১ হৃদ: আয়াত ১১৫)

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۗ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ

• مِمَّا يَمْكُرُونَ (সূরা ১৬ আন নহল: আয়াত ১২৭)

“সবর করো, কারণ তোমার সবর তো আলগাচাহর সাহায্যেই পেয়েছো। তাদের জন্যে দু:খ করোনা এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনকেও সংকুচিত করোনা।”

০৬. তাফহিমুল কুরআন, সূরা হৃদ, টীকা: ১১

০৭. তাফহিমুল কুরআন, সূরা ইউসুফ, টীকা: ১৩

• فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا

“সুতরাং তুমি সবর করো সব্রের জামিল (সুন্দর সবর)।” (সূরা ৭০ :০৫)

• وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفْتُلُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

“তারা যা বলে তাতে তুমি সবর অবলম্বন করো এবং সৌজন্যের সাথে তাদের পরিহার করে চলো।” (সূরা ৭৩ আল মুযাম্মিল: আয়াত ১০)

• وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

“আর তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন করো।” (সূরা ৭৪: আয়াত ০৭)

### ৩. সবরের প্রকারভেদ

আলগামা ইবনে কুদামা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ “মিনহাজুল কাসেদিনে” লিখেছেন, সবরের মৌলিক শ্রেণিবিভাগ দু’টি:

এক: দৈহিক সবর। যেমন, শারীরিক কষ্ট সহ্য করা, দৈহিক অত্যাচার নির্যাতন বরদাশত এবং কষ্টকর দৈহিক আমল ও ইবাদতসমূহ পালন করা। এছাড়াও অন্যান্য দৈহিক কসরত সহ্য করা।

দুই: মানসিক সবর। অর্থাৎ জৈবিক ও মানসিক দাবি দাওয়া, ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, আকর্ষণ ও উত্তেজনার মোকাবেলায় নিজেকে সুস্থির ও নিয়ন্ত্রিত রাখা।

ইমাম ইবনে কুদামা এই মানসিক সবরকে আবার কয়েকভাগে ভাগ করেছেন:

০১. অবৈধ জীবিকা ও অবৈধ যৌন দাবি থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করা।
০২. যুদ্ধ ও জিহাদের ময়দানে দৃঢ়তা ও অটলতা প্রদর্শন এবং অবিচলিত থাকা।
০৩. রাগ ও উত্তেজনাকে প্রশমিত ও নিবৃত্ত করা।
০৪. যাবতীয় বিরোধিতা, অপবাদ, ষড়যন্ত্র ও সংকীর্ণতাকে উদারচিত্তে গ্রহণ করা।
০৫. গোপন বিষয়কে মনের মধ্যে বেড়ি পরিয়ে রাখা এবং তা প্রকাশের ইচ্ছাকে দৃঢ়ভাবে সংবরণ করা।
০৬. বাহুল্য ব্যয় ও বিলাসিতা থেকে নিজেকে বিরত রাখা।
০৭. অশ্লীলতা ও বিনয়ী হওয়া।

কুরআন হাদিসের সবর সংক্রান্ত বক্তব্যগুলো বিশেষত্ব করলে দেখা যায়, সবরের বহু দিক রয়েছে। মূলতঃ একজন মু’মিনের যিন্দেগির সকল কাজেই সবর প্রয়োজন। মু’মিনের জীবনকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখার জন্যে সবরের

প্রয়োজন। সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যে সবরের প্রয়োজন। বিপদ মুসিবত, দুঃখকষ্ট, অত্যাচার নির্যাতন, শত্রুতা, বিরোধিতা, অপমান লাঞ্ছনা, অভাব দারিদ্র, আরাম-আয়েশ, অর্থ সম্পদের প্রাচুর্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই মুমিনকে সবর অবলম্বন করতে হয়।

আলগ্‌তাহ তায়ালার যাবতীয় হুকুম পালনে ও ইবাদতের কাজে সবর অপরিহার্য। কারণ, নফসের তাড়না, আলস্য, কৃপণতা, সংকীর্ণতা, প্রদর্শনেচ্ছা, কৃতজ্ঞতা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি মানুষকে অবিরত শুড়শুড়ি দিতে থাকে। তাই ইবাদতের কাজে প্রয়োজন সবর ও দৃঢ়তা। অন্যথায় মানুষ ইবাদত থেকে গাফিল হয়ে পড়বে। ইবাদত ইখলাস শূন্য হয়ে যাবে।

আলগ্‌তাহ তায়ালার যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ বর্জনে সবরের প্রয়োজন। কারণ সবর, অটলতা ও আত্মসংবরণ ছাড়া মানুষের পক্ষে আলগ্‌তাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা সম্ভব নয়।

মানুষের জীবনে এমন কিছু বিপদ মুসিবত ও দুঃখকষ্ট আসে, যেগুলো আসার ব্যাপারে তার কোনো হাত নেই। এগুলো তার ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের সম্পূর্ণ বাইরে। এখানে তার ইচ্ছা অনিচ্ছা সম্পূর্ণ অর্থহীন। যেমন, আপনজনের মৃত্যু, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া, অর্থসম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়া, স্থায়ীভাবে অসুস্থ হয়ে পড়া, আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনা। এই ধরনের বিপদ মুসিবতে সবর অবলম্বন করার মর্যাদা অনেক বেশি।

ইমাম ইবনে কুদামা বলেন, সর্বোচ্চ ধরনের সবর হচ্ছে হক কথা বলা, হকের দিকে আহ্বান করা এবং হক পথে চলার কারণে মানুষ কথা ও কাজ দ্বারা যে কষ্ট দেয়, তার মোকাবেলায় সবর অবলম্বন করা। কুরআন মজিদে রসূলুলগ্‌তাহ সা। এবং সাহাবিদেরকে এরূপ অবস্থায় সবর অবলম্বন করার জন্যে বার বার তাকিদ করা হয়েছে।

যখন সাফল্যের অনিশ্চয়তায় তাদের মন ছোট হয়ে আসে। হৃদয় ভেংগে পড়ার উপক্রম হয়। এরূপ অবস্থায় আলগ্‌তাহ নবী ও নবীর অনুসারীদেরকে সবর অবলম্বন করতে বলেছেন।

চতুর্দিকে অন্ধকার এবং কোনো দিক থেকে আশার কোনো আলো না দেখার পরও যারা আলগ্‌তাহর দীনের কাজে অটল অবিচল হয়ে থাকে, তাদের এ সবর যে কতো বিরাট মর্যাদার অধিকারী, তা বলারই অপেক্ষা রাখেনা।

আরেক ধরনের সবর হলো, বিজয় ও সফলতা লাভের পর সবর অবলম্বন করা। শারীরিক সুস্থতা, নিরাপত্তা, অর্থ সম্পদের আধিক্য, ক্ষমতা ও নেতৃত্ব

লাভ, অনুগত লোকের আধিক্য, সন্দ্বন্দন সন্দ্বুতি ও আত্মীয়-স্বজনের আধিক্য, কোনো প্রাণালঙ্কার সংগ্রামের পর বিজয় লাভ, যে কোনো ধরনের সফলতা, যে কোনো ধরনের আনন্দ এবং যে কোনো ধরনের নিয়ামত ও অনুগ্রহ লাভের পর আত্মনিয়ন্ত্রণ করা, হকের উপর অটল অবিচল হয়ে থাকা এবং আনন্দের অতিশয্যে সীমালংঘন না করা সবরের অল্‌ড়ুর্ভুক্ত। এই সব অবস্থায় সবর খুবই কঠিন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ বলেন:

“আমাদেরকে দুঃসময়, অর্থাৎ বিপদ মুসিবত, অত্যাচার নির্যাতন, জ্বালা যন্ত্রণা ও দুঃখ দারিদ্র দ্বারা পরীক্ষা করা হয়, তখন আমরা সবর করতে পেরেছি। পুনরায় আমাদেরকে সুসময়, অর্থাৎ বিজয়, সাফল্য, প্রাচুর্য এবং সুখ ও আনন্দের উপকরণসমূহ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়, তখন আমরা পূর্বের মতো সবর করতে পারিনি।”<sup>১৮</sup>

মূলত, এরূপ সুখকর জিনিসগুলো মানুষকে সীমালংঘন ও বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দিতে পারে। একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির সামনে যখন কোনো খাবার না থাকে, তখন তার পক্ষে সবর করাটা সহজ। কিন্তু তার সামনে যদি কোনো সুস্বাদু খাবার বস্ত্র সুবাস ছড়াতে থাকে, তখন সবর করাটা চাট্টিখানি কথা নয়। কোনো কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, দুঃসময়ে মুমিন সবর করতে পারেন। কিন্তু সুসময়ে সবর করার জন্যে সিদ্ধিক হবার প্রয়োজন।

সুসময়ের সবর শোকরের সাথে সম্পর্কিত। বরঞ্চ কেউ কেউ বলেছেন, এটা শোকরেরই একটা পর্যায়।

কুরআনে যেমন জীবনের বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতে সবর অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে, তেমনি বলা হয়েছে হাদিসেও। মূলত হকপন্থী লোকদেরকে জীবনের প্রতিটি বিষয়ে সবর অবলম্বন করতে হবে। মুমিনের গোটা জীবনই সবরের জীবন। সবর মুমিনের পাথেয়। তাই তার কাজ হলো:

- যে কোনো ঈমান বিনষ্টকারী কাজের মোকাবেলায় সবর অবলম্বন করা।
- আলশ্চাহর যাবতীয় গুণ্ডুম পালনে সবর অবলম্বন করা।
- যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজের মোকাবেলায় সবর অবলম্বন করা।
- সবরের সাথে ইবাদত বন্দেগি করা।
- আলশ্চাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সবরের সাথে প্রাণালঙ্কার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

- মানুষকে দীনের দাওয়াত দেয়া এবং হক কথা বলার কাজে সবার অবলম্বন করা।
- দীনের দাওয়াত দান, হক কথা বলা এবং হক পথে চলার কারণে মানুষের পক্ষ থেকে যে তিরস্কার, যুলুম নির্যাতন ও জ্বালা যন্ত্রণা আসে সেগুলির মোকাবেলায় সবার করা।
- আলগ্‌তাহ তায়ালা বিপদ মুসিবত দিয়ে তাকে যে পরীক্ষা করেন, ‘ইন্না লিল্‌গ্‌তাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন’ বলে তাতে সবার অবলম্বন করা।
- রসূলুল্‌গ্‌তাহ সা. -এর অনুসরণ ও বিদআত পরিহারের কাজে সবার অবলম্বন করা।
- রাগ সংবরণে সবার অবলম্বন করা।
- কারো অপরাধ ক্ষমা করার জন্যে সবার অবলম্বন করা।
- বিজয় ও সাফল্য লাভের পর সীমালংঘন থেকে বিরত থাকার জন্যে সবার অবলম্বন করা।
- সুসময় ও সম্পদের প্রাচুর্যে সীমালংঘন থেকে বিরত থাকার জন্যে সবার অবলম্বন করা।
- ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পাওয়ার পর আলগ্‌তাহর অনুগত থাকা ও সীমালংঘন থেকে বিরত থাকার জন্যে সবার অবলম্বন করা।
- হকের পথে সাফল্যের সম্ভাবনা না দেখলেও নিরাশ না হয়ে সবার অবলম্বন করা।
- আলগ্‌তাহর পথে অর্থ সম্পদ ব্যয়ের কাজে সবার অবলম্বন করা।
- আমানত ও গোপনীয়তা রক্ষার কাজে সবার অবলম্বন করা।
- অসুখ বিসুখ ও যাবতীয় শারীরিক কষ্টে সবার অবলম্বন করা।
- হকের পথে যাবতীয় মানসিক কষ্টে সবার অবলম্বন করা।
- অসচ্ছলতা ও দারিদ্রে সবার অবলম্বন করা।

#### ৪. সবার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা. -এর বাণী

০১. “যে ব্যক্তি সবার অবলম্বন করতে চায়, আলগ্‌তাহ তাকে সবার অবলম্বনের শক্তি দান করেন। সবরের চাইতে উত্তম ও ব্যাপকতর কোনো জিনিস কোনো মানুষকে দান করা হয়নি।” (বুখারি, মুসলিম: আবু সাঈদ খুদরি)
০২. “সবার হচ্ছে আলো।” (মুসলিম: আবু মালিক)
০৩. “আলগ্‌তাহর নিকট প্রতিটি জিনিসের একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। অতএব তোমার উচিত অধৈর্য না হয়ে সবার অবলম্বন করা এবং পুরস্কারের আশা করা।” (বুখারি: উসামা ইবনে যায়েদ)

০৪. “যে মুসলমান জনগণের সাথে মেশে এবং তাদের দেয়া কষ্টে সবর করে, সে ঐ মুসলমান থেকে উত্তম, যে মানুষের সাথে মেশে না এবং তাদের দেয়া কষ্টে সবর করে না।” (তিরমিযি :ইবনে উমার)
০৫. “মানুষের উপর একটি সময় আসবে, তখন দীনের উপর সবর (অটলতা) অবলম্বনকারীর অবস্থা হবে ঐ ব্যক্তির মতো, যে মুষ্টিতে জ্বলন্দু কয়লা ধরেছে।” (তিরমিযি :আনাস)
০৬. “অন্ডুরে পয়লা চোট লাগার সাথে সাথে যে সবর করা হয়, সেটাই প্রকৃত সবর।” (বুখারি, মুসলিম :আনাস)
০৭. “প্রকৃত শক্তিশালী ব্যক্তি সে, যে রাগের সময় আত্মসংযম করতে পারে।” (বুখারি :আবু হুরাইরা)

### ৫. সবরের শুভ পরিণাম : কুরআনের ভাষ্য

কুরআন মজিদে সবরের শুভ পরিণাম সম্পর্কে অনেক বিবরণ রয়েছে। কুরআনের ভাষণ থেকে বুঝা যায়, সবরের পথেই মুমিনের জীবনে আসে সাফল্য ও শুভ পরিণাম। এমনকি জান্নাতও মুমিনরা সবরের ফলেই লাভ করবে। সবরের বিনিময় আলগ্ঢ়াহ তায়ালা প্রদান করবেন অনেক উত্তম এবং অনেক বেশি আকারে। মহান আলগ্ঢ়াহ বলেন:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا

• أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“তোমাদের কাছে যা আছে তা ফুরিয়ে যায় আর আলগ্ঢ়াহর কাছে যা আছে, তা অফুরন্দু। যারা সবর অবলম্বন করে আমরা তাদের আমলের চাইতেও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাদের দান করবো।” (সূরা ১৬ আন নহল :আয়াত ৯৬)

• إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“ধৈর্যশীলদেরকে তাদের প্রতিদান দেয়া হবে বিনা হিসাবে।” (সূরা ৩৯:১০)

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ • الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَاجِعُونَ • أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُهْتَدُونَ

“তবে সুসংবাদ দাও 'সবর' অবলম্বনকারীদের, যারা বিপদ-মসিবতে আক্রান্ড হলে বলে: ‘নিশ্চয়ই আমরা আলগ্ঢ়াহর এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই

কাছে ফিরে যাবো।’ এরাই সেইসব লোক, যাদের প্রতি তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে বর্ষিত হয় ক্ষমা, করুণা এবং রহমত। আর তারাি (তাঁর পক্ষ থেকে) হিদায়াত প্রাপ্ত।” (সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৫৫-১৫৭)

• إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“নিশ্চয়ই আলফটাহ সবরকারীদের সাথে থাকেন।” (সূরা ২: ১৫৩, ২৪৯ ও ৮ :৪৬)

• أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا

• خَالِدِينَ فِيهَا ۖ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

“এদেরই প্রতিদান হবে জান্নাতের বিলাস বহুল কক্ষসমূহ তাদের সবর অবলম্বনের কারণে, আর তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা দেয়া হবে অভিভাদন এবং সালাম সহকারে। সেখানে থাকবে তারা চিরকাল! কতো যে মনোরম আশ্রয়স্থান ও আবাস।” (সূরা ২৫ আল ফুরকান : আয়াত ৭৫-৭৬)

• أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا

“এরাই সেইসব লোক যাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে দুইবার তাদের সবরের কারণে।” (সূরা ২৮ আল কাসাস : আয়াত ৫৪)

• نَعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ • الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

“কতো যে উত্তম প্রতিদান নেক আমলকারীদের জন্যে, যারা সবর অবলম্বন করে এবং তাওয়াক্কুল করে তাদের প্রভুর উপর!” (সূরা ২৯ : আয়াত ৫৮-৫৯)

• إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

“তবে যারা সবর অবলম্বন করে এবং আমলে সালেহ করে তাদের জন্যে রয়েছে মাগফিরাত এবং বিশাল পুরস্কার।” (সূরা ১১ হুদ : আয়াত ১১)

